তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪৫

**খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর শেখ মজনুর মৃত্যুতে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৪নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর, আওয়ামী লীগ নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও আকাঙ্ক্ষা গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ শেখ মজনুর মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 শোকবার্তায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ মজনুর মৃত্যুতে খুলনাবাসী তথা দেশ একজন শিল্পোদ্যোক্তা, একনিষ্ঠ এবং নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবীকে হারালো। তিনি অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান এবং এলাকার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। এ অবদানের জন্য তিনি খুলনার সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

 এছাড়া শ্রম প্রতিমন্ত্রী জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ এবং খুলনা অঞ্চলের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা
মোঃ আশরাফ হোসেনের মৃত্যুতেও গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। পৃথক এক বার্তায় তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

আকতারুল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪৪

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

**প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়** **বেশি করে গাছ লাগাতে হবে**

---**কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

কৃষিমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের সভাপতি ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশ এমনিতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ ঝুঁকি আরো বেড়েছে। সেজন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও দেশকে সত্যিকার অর্থে সবুজ-শ্যামল রাখতে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন চত্বরে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। পরে মন্ত্রী কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন চত্বরে একটি গাছের চারা রোপণ করে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় করোনা উদ্ভুত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, সারা পৃথিবীতে করোনা মহামারি মহাদুর্যোগ হিসাবে এসেছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল দেশে মহাসংকট তৈরি করেছে। এটি মোকাবিলায় এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশনা নাই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শিতা, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে অত্যন্ত সফলভাবে এ সংকট মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। এর ফলে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে অনেকটা ভাল অবস্থায় আছে।

বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সারা দেশে ৩ লাখ বৃক্ষরোপণ করবে। আজ এ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের মহাসচিব কৃষিবিদ আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশনের মহাসচিব খায়রুল আলম প্রিন্স, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক হামিদুর রহমান-সহ বঙ্গবন্ধু কৃষিবিদ পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামরুল/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪৩

**স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পর্যটনকে**

 **বিবেচনায় রাখতে পর্যটন প্রতিমন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পর্যটনকে বিবেচনায় রেখে কাজ করার জন্য জনপ্রতিনিধি ও সরকারি কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী।

 প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের উদ্যোগে জয়পুরহাট জেলার সাথে আয়োজিত অনলাইন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে এ আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশে অবকাঠামো নির্মাণ-সহ নানাবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পর্যটনের কথা বিবেচনায় রাখলে দেশে নতুন নতুন পর্যটন আকর্ষণ ও গন্তব্য তৈরি করা সম্ভব। পর্যটনের কাঙ্খিত বিকাশ করতে হলে এর সাথে স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, গণমাধ্যমকর্মী ও সকল অংশীজনকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হতে হবে। দেশের প্রান্তিক জনগণকে পর্যটন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে স্থানীয় সকল অংশীজনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের দেশের নানা প্রান্তে পর্যটন আকর্ষণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। দেশের ৬৪ জেলার জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী, গণমাধ্যমকর্মী ও পর্যটন অংশীজনের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এই পর্যটন আকর্ষণগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করা হচ্ছে। এগুলোকে জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করতে ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে এ সব স্থানকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হবে।

 বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক আবু তাহের মোহাম্মদ জাবেরের সঞ্চালনায় ও জয়পুরহাট জেলা প্রশাসক মোঃ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাবেদ আহমেদ, জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা ও পর্যটনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টরের অংশীজন।

#

তানভীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/২০৩৯ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪২

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ২ হাজার ৪৫৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৪ হাজার ৫২৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৬১৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৬২৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ১১ হাজার ৬৪৪ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২০/১৭৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪১

**মুজিববর্ষেই সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে**

 **---বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, মুজিববর্ষেই সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করা হবে। ইতোমধ্যে ৯৭ ভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে এবং বাকিটুকু ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অর্জন গ্রাহক-সহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকলের ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে ‘বিদ্যুৎ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা’ সভায় এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আরএডিপি বাস্তবায়ন ৯৪ দশমিক ৪০ ভাগ, যা অনেকটাই ভালো। ২০২০-২১ অর্থবছরে অবশ্যই যেন শতভাগ বাস্তবায়িত হয়, সে লক্ষ্যেই নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সকলকে আরো আন্তরিক হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই গ্রাহকদের সাথে বিদ্যমান আস্থার সম্পর্ক আরো জোরদার করতে পরিকল্পনা মাফিক যোগাযোগ কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

 উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ১০৪টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ২৪ হাজার ৬২৬ দশমিক ৬৫৮ কোটি টাকা। বাস্তবায়ন হয়েছে ৯৪ দশমিক ৪০ ভাগ। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮৭টি প্রকল্পের মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মানদণ্ড অনুসারে ৩৪টি প্রকল্প উচ্চ অগ্রাধিকার, ২৬টি প্রকল্প মধ্যম ও ২৭টি প্রকল্প নিম্ন অগ্রাধিকারের তালিকায় রাখা হয়েছে।

 বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ড. সুলতান আহমেদ, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ বেলায়েত হোসেন, আরইবি’র চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মঈন উদ্দিন ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন-সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানগণ অনলাইনে এই সভায় সংযুক্ত ছিলেন।

#

আসলাম/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০১৬/১৮১০ ঘণ্টা

**সংশোধিত**

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৪০

**অনলাইনে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু ৯ আগস্ট**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 ২০২০-২০২১ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইন ভর্তির কার্যক্রম আগামী ৯ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর শেষ হবে। ভর্তির যাবতীয় তথ্য শিক্ষা বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে।

 আজ শিক্ষা মন্ত্রী ডা.দীপু মনির সভাপতিত্বে এক অনলাইন সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়।

 সভায় শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, মেধাবী কিন্তু আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে যেন কোনো সমস্যা না হয় সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অনেকেই হয়ত ভর্তি ফি একসাথে দিতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তারা যেন কিস্তিতে ভর্তি ফি দিতে পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

 সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো আমিনুল ইসলাম খান, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সৈয়দ  গোলাম ফারুক এবং আন্তঃশিক্ষাবোর্ড সমন্বয় সাব কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান  প্রফেসর মু.জিয়াউল হক।

#

খায়ের/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০১৬/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৯

**আবাসিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিলম্ব মাশুল মওকুফের সময় বৃদ্ধি**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 নোভেল করোনা ভাইরাস-এর সংক্রমণ এড়াতে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সম্মতিক্রমে আবাসিক গ্রাহকশ্রেণী (এলটি-এ এবং এমটি-১)-এর ক্ষেত্রে বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০-এর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল (Late Payment Surcharge) মওকুফ করা হয়েছে।

 করোনাকালিন সাধারণ ছুটির সময়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম সীমিত থাকায় গ্রাহকগণ বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলেও অনেক বিল বকেয়া রয়ে যায় বিধায় আবাসিক গ্রাহকগণের বিল মাস ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিলের সাথে মে ও জুন ২০২০ মাসের বিদ্যুৎ বিল অন্তর্ভুক্ত করে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-জুন ২০২০ মাসগুলির বিদ্যুৎ বিল ৩১ জুলাই ২০২০-এর মধ্যে পরিশোধের ক্ষেত্রে বিলম্ব-পরিশোধ মাশুল ব্যতিরেকেই পরিশোধ করা যাবে।

 উল্লেখ্য যে, উক্ত সময়ে যে সকল সম্মানিত গ্রাহক বিলম্ব মাশুল অথবা অতিরিক্ত বিল প্রদান করেছেন তা সংশ্লিষ্ট বিতরণ কোম্পানি সমন্বয় করবে। কোভিড-১৯-এর কারণে মার্চ-এপ্রিল মাসে গড়-বিল করায় যদি স্লাব পরিবর্তন হয়ে কোন গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন তাহলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন অবস্থায় গ্রাহকগণকে ব্যবহৃত বিদ্যুতের চেয়ে বেশি অর্থাৎ অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করতে হবে না।

#

আসলাম/অনসূয়া/কুতুব/২০২০/১৬২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ২৬৩৮

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়া ব্যাক্তিত্বদের আর্থিক সহায়তা প্রদান**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভাকক্ষে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকার চেক বিতরণ করেন।

 সাংবাদিকদের তিনটি সংগঠন বাংলাদেশ ক্রীড়া লেখক সমিতি (বিএসপিএ), বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসজেএ) ও বাংলাদেশ স্পোর্টস জার্নালিস্ট কমিউনিটি (বিএসজেসি) এবং দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক ও ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি ও বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে এ চেক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা ও তার পাশ্ববর্তী দশটি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 চেক বিতরণকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা দুর্যোগের শুরু থেকেই আমরা আমাদের ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠকদের মানবিক সহায়তা করার চেষ্টা করে আসছি। ইতোমধ্যে আমরা বিভিন্ন ফেডারেশনের মাধ্যমে এক হাজার ক্রীড়াবিদকে এক কোটি টাকা দিয়েছি। আমরা বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন, ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সাংবাদিক সংগঠনের মধ্যে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করেছি। এ সকল উদ্যোগই সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে ক্রীড়াপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও সার্বিক দিক নির্দেশনায়। এজন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সরকারের এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করেন।

 উল্লেখ্য, দেশের ৬৪ জেলা থেকে ৪৫ জন করে এবং ৮ বিভাগ থেকে ১০ জন করে সর্বমোট ২৯৬০ জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব পাবেন এই অর্থ। প্রত্যেককে ৭ হাজার টাকা করে সর্বমোট দুই কোটি সাত লাখ বিশ হাজার টাকা দেয়া হবে। বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় ক্রীড়াবিদদের হাতে তুলে দেবে এ অর্থ।

 যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান রাসেলের উদ্যোগে দেশব্যাপী অসহায় ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, রেফারি, কোচসহ অন্যান্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সহায়তা করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সস্প্রতি ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে।

 অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব মোঃ মাসুদ করিম, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভাগীয় ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ ও ক্রীড়া সাংবাদিক সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৩৭

**ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য**

 -মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডিজিটাল ডিভাইস ও ইন্টারনেট ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপরিহার্য। ইন্টারনেট খরচ নয় এটা শিক্ষার্থীদের জন্য বিনিয়োগ। তিনি ডিজিটাল অবকাঠামোর বিদ্যমান সুযোগ কাজে লাগিয়ে মেধাভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়নের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে তরুণ শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী গতকাল ডিজিটাল প্লাটফর্মে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ আয়োজিত স্টার্টআপ অপরচুনিটিস ইন আইসিটি এন্ড টেলিকমিউনিকেশন্স শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অতীতের তিনটি শিল্প বিপ্লবে পিছিয়ে থাকা কৃষিভিত্তিক একটা দেশ ডিজিটাল করাটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রযুক্তিতে শত বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করে ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের নেতৃত্বের জায়গায় উপনীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত এগারো বছরের বাংলাদেশ বিশ্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারি দেশ হিসেবে গৌরব অর্জন করেছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার জন্মভূমি কেনিয়াবাসীকে উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশকে অনুসরনের জন্য রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

মোস্তাফা জব্বার মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবায় বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্বিতীয়তম উল্লেখ করে বলেন জনগণের জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ডিজিটাল রূপান্তরের কথা বলেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবের কথা বলেছে ২০১৬ সালে। ইংল্যান্ড আমাদের একবছর পর, ভারত ২০১৪ সালে, মালদ্বীপ ২০১৫ সালে তাদের দেশকে ডিজিটাল ঘোষণা করেছে এবং পাকিস্তান ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ডিজিটাল পাকিস্তান ঘোষণা করেছে।

 তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা অত্যন্ত মেধাবী করোনায় পৃথিবীতে যে পরিবর্তনটা এসেছে করোনার পরেও বিশ্ব আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। আমাদের সম্ভাবনাময় প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে। কম্পিউটারে বাংলা ভাষার উদ্ভাবক মোস্তাফা জব্বার তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মতো সেরা মেধাবী পৃথিবীতে কম আছে। তোমরা পারবে না এমন কাজ পৃথিবীতে নাই। স্টিভ জব পারলে তোমরাও পারবে। ডেমোগ্রাফিকস ডিভিডেন্টের দিক থেকে বাংলাদেশ খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০৩১ সাল পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ তরুণ জনগোষ্ঠী আমাদের বড় শক্তি। তিনি বলেন, উন্নত দেশ গুলোর সবচেয়ে বড় সংকটের নাম মানব সম্পদ। তাদের অবস্থাটা বিরাজ করছে আমাদের উল্টো। তাদের শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধজনগোষ্ঠী। তাই এই সুযোগটা আমাদের কোন অবস্থাতেই হাত ছাড়া করা যাবে না বলে উল্লেখ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা রুবাবা দৌলা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

#

শেফায়েত/অনসূয়া/সূবর্ণা/কুতুব/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                     নম্বর : ২৬৩৬

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍**

**চৌধুরী আফজাল হোসেন নিসার এর মৃত্যুতে আইনমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক চৌধুরী মো. আফজাল হোসেন নিসার (৫৭) এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

 আজ এক শোকবার্তায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 চৌধুরী আফজাল হোসেন নিসার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শুক্রবার রাতে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

#

রেজাউল/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৬৩৫

**‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍করোনা পরিস্থিতিতে ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ত্রাণ সহায়তা অব্যাহত**

ঢাকা, ৪ শ্রাবণ (১৯ জুলাই) :

 করোনা পরিস্থিতিতে সৃষ্ট দুর্যোগে সারাদেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে সরকার। এ পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় পৌনে দুই কোটি পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

 ৬৪ জেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮ জুলাই পর্যন্ত সারাদেশে চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই লাখ ১৪ হাজার ৯৩৯ মেট্রিক টন এবং বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ৯৮ হাজার ৪৫১ মেট্রিক টন। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ৭০ লাখ ৪০ হাজার ৮৪১ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা সাত কোটি ৪১ লাখ ৩২ হাজার ৩১২ জন।

 শিশুখাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। এরমধ্যে সাধারণ ত্রাণ হিসেবে নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৯৮ কোটি ৫৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে ৯৫ কোটি ৮ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা এক কোটি ২ লাখ ৪ হাজার ৫২৭ এবং উপকারভোগী লোক সংখ্যা চার কোটি ৪৭ লাখ ২৭ হাজার ৫৫৪ জন।

 শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৭ কোটি ২৩ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ২৬ কোটি ৪৪ লাখ ১ হাজার টাকা। এতে উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা আট লাখ ৭২ হাজার ২০২ এবং উপকারভোগী লোকসংখ্যা ১৮ লাখ ৮১ হাজার ৬৯৬ জন।

#

সেলিম/অনসূয়া/আসমা/২০২০/১১৩০ ঘণ্টা